গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ২ সংখ্যা | ১৮ - ২৪ আগস্ট ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

মহান এঙ্গেলস স্মরণ

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের ১২৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ১২ আগস্ট দলের শিবপুর সেন্টারে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ।

এ দিন কেন্দ্রীয় অফিস সহ দলের সমস্ত অফিসে, সেন্টারে, শহর ও গঞ্জের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রক্তপতাকা উত্তোলন ও মাল্যদান কর্মসূচি পালিত হয়।

‘ভোটের আগে দাঙ্গা বাধানোর পরিকল্পনা চালাচ্ছে বিজেপি’

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ ১০ আগস্ট এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, উত্তরপূর্ব ভারতের মণিপুরে জাতিগত দাঙ্গার পিছনে রয়েছে বিজেপি। এই দাঙ্গার আগুনে ইতিমধ্যে শত শত মানুষের মৃত্যু হয়েছে, হাজার হাজার ঘরবাড়ি পুড়েছে, সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, অজস্র মহিলা ধর্ষিত হয়েছেন। এই দাঙ্গা দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে গভীর বিভাজন সৃষ্টি করেছে। এই বিজেপি-ই উত্তর ভারতের হরিয়ানায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়েছে, সংখ্যালঘুদের ঝুপড়ি

দুয়ের পাতায় দেখুন

র‍্যাগিং ঃ এই বিকৃত মানসিকতার উৎস কোথায়

অনেক স্বপ্ন নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য ভর্তি হওয়া ছাত্র স্বপ্নদীপের অকালমৃত্যু হল। র‍্যাগিংয়ের নামে সিনিয়রদের ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়ে অঙ্কুরেই ঝরে গেল তার উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন, বড় হওয়ার স্বপ্ন। মর্মান্তিক এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ মানুষ চাইছেন, র‍্যাগিংয়ের মতো ঘৃণ্য প্রথা চিরতরে বন্ধ হোক। আর কোনও বাবা-মায়ের কোল যাতে খালি না হয়, চোখের জল ফেলতে ফেলতে দাবি তুলেছেন স্বপ্নদীপের বাবা-মাও।

স্বপ্নদীপের হাসি হাসি স্বপ্নমাখা সরল মুখখানা বারেবারে মনে ভেসে উঠছে। ঝাপসা চোখে মনে হচ্ছে এই মৃত্যু কি অনিবার্য ছিল? যারা এই দুষ্কর্মের সাথে জড়িত তাদের অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া দরকার। কিন্তু যে কারণে র‍্যাগিংয়ের নামে পৈশাচিক, অমানবিক সংগঠিত অপরাধ বারে বারে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঘটে চলে, অত্যাচারিত, আতঙ্কিত ছাত্রের অসহায় মুখও যাদের সম্বিত ফেরায় না, ভীত, কুঁকড়ে যাওয়া নগ্ন দেহ দেখে যারা পাশবিক উল্লাসে ফেটে পড়ে, তারা কারা? কোন পরিবেশে তাদের জন্ম ও বাড়বৃদ্ধি? তারা তো এই সমাজেরই, কেউ কেউ নিতান্ত সাধারণ পরিবারের মেধাবী ছেলে-মেয়ে। তাদের মধ্যে এই বিকৃত রুচির জন্ম হয় কী করে যে একটি ছাত্রকে অমানুষিক অত্যাচার করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পর্যন্ত তাদের হাত কাঁপে না! হত্যার নিষ্ঠুর উল্লাসে

ছয়ের পাতায় দেখুন

তদন্ত দাবি এআইডিএসও-র

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে অতি দ্রুত নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির দাবি জানালেন এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ

ছয়ের পাতায় দেখুন

র‍্যাগিং মুক্ত ক্যাম্পাস চাই

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য রাখছেন এআইডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়। ১৪ আগস্ট

কীসের টানে এত মানুষ ব্রিগেডে

৫ আগস্টের ব্রিগেড যে কানায় কানায় ভরে উঠল, বাস্তবে সব হিসাবকে ছাপিয়ে গেল, তা সম্ভব হল কী করে? এই বিরাট সমাবেশের জন্য যে কয়েক মাস ধরে টানা প্রচার, কর্মী-সমর্থক-দরদিদের জন্য আসার ব্যবস্থা করা, যাঁরা সমাবেশের দু'দিন তিন দিন আগে পৌঁছেছেন তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা, ব্রিগেড এবং গোটা কলকাতা শহরকে লাল পতাকা, ব্যানার, ফেস্টুন, উদ্ধৃতি, দেওয়াল লিখনে সাজিয়ে তোলা— এর জন্য যে বিপুল খরচ তা-ই বা উঠল কী করে? দলের বাইরেও যে বিরাট অংশের মানুষ সমাবেশে এসেছিলেন, বড় সমাবেশের ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্যে পুলিশ-প্রশাসনের পক্ষ থেকে যাঁরা কর্তব্যরত ছিলেন, তাঁরা সকলে যে একবাক্যে বলেছেন— এমন শৃঙ্খলা আমরা অন্য কোনও দলের সমাবেশে দেখিনি, তা সম্ভব হল কী করে? দলের বাইরের যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা ফিরে গিয়ে যে বলছেন, এখন থেকে আমরা আপনাদের দলের সঙ্গেই থাকব, এটা ঘটতে পারল কী করে?

এই সব কিছুই ঘটতে পেরেছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলটির সঠিক বামপন্থী রাজনীতি এবং নীতি-আদর্শ-সংস্কৃতির প্রভাবে— যা সারা বছর ধরে সাধারণ মানুষ লক্ষ করেন। এই দলের

দুয়ের পাতায় দেখুন

৫ আগস্ট শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ সমাপনী অনুষ্ঠানে ব্রিগেডে বিরাট সমাবেশের একাংশ

কীসের টানে এত মানুষ ব্রিগেডে

একের পাতার পর

আন্দোলনে, কর্মীদের আচরণে যে মানুষ আকৃষ্ট হয়, তার মূল আধার দলের প্রতিষ্ঠাতা, এ যুগের অন্যতম মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তা। বিগত চার-পাঁচ মাস ধরে দলের কর্মীরা ব্রিগেড সমাবেশের প্রচার করতে গিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের এই বিপ্লবী চিন্তাকেই অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে মানুষের কাছে নিয়ে গেছেন। শুরু থেকে পার্টি যে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে বিরামহীন ভাবে গণআন্দোলন চালিয়ে আসছে তার মধ্যে দিয়েও এই বিপ্লবী চিন্তার মূল সুরটি জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এই সুরটিকে তাঁদের একান্ত আপন তথা নিজেদের জীবনের সুর বলেই মনে হয়েছে। বাস্তবিক, দলের সংগ্রামী বামপন্থী রাজনীতিই তাঁদের আকৃষ্ট করেছে।

সমাবেশের দীর্ঘ প্রচার কাজে এবং গণআন্দোলনগুলিতে জনসাধারণ লক্ষ করেছেন দল কী ভাবে তাঁদের জীবনের সমস্যাগুলির প্রতি দায়বদ্ধ থেকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে লড়াইগুলি গড়ে তুলেছে। এই ভূমিকাই দলের প্রতি তাঁদের সহানুভূতিশীল করে তুলেছে এবং এ প্রত্যয় আজ অনেকখানিই দৃঢ় হয়েছে যে দলটা আসলে তাঁদেরই। তাই অন্য সমস্ত কর্মসূচির মতো ব্রিগেড সমাবেশ সফল করতেও তাঁরা সাহায্যের দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সমাবেশের খরচ জোগাতে যেমন অর্থ সাহায্য করেছেন তেমনই নানা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শও দিয়েছেন। এস ইউ সি আই (সি) একার উদ্যোগে ব্রিগেড ভরিয়ে তুলতে পারবে কি না, তার জন্যও আন্তরিক উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন— যে উদ্বেগের মধ্যে লুকিয়ে ছিল সমাবেশের সাফল্যের আকুতি।

কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, যে-কোনও যুগে যে-কোনও বিপ্লবী তত্ত্ব ও মতাদর্শের আসল মর্মবস্তু ও প্রাণসত্ত্বা নিহিত থাকে তার সংস্কৃতিগত ও নৈতিক ধারণার মধ্যে। এই উন্নত সংস্কৃতি ও নৈতিক ধারণাই তার প্রভাবে প্রভাবিত মানুষগুলির মধ্যে উন্নত নৈতিক বল এবং নৈতিক চরিত্রের জন্ম দেয়। তাদের মধ্যে উন্নত সংস্কৃতিগত মান গড়ে তোলে।

মার্ক্সবাদী বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে তিনি দেখিয়ে গিয়েছেন, কী ভাবে সমাজ জীবনে পুরনো ধর্মীয় মূল্যবোধের আবেদন অনেক আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধও প্রায় নিঃশেষিত। এই অবস্থায় গোটা সমাজ জুড়ে আদর্শ ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে এক ব্যাপক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। এই শূন্যতা কী দিয়ে পূরণ হবে? মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ, যাকে কমরেড শিবদাস ঘোষ আরও বিকশিত ও উন্নত করেছেন, যা আজকের যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ, পূরণ হবে তা-ই দিয়ে। একমাত্র এই বিপ্লবী তত্ত্বই বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজের পঙ্গুতা থেকে মানুষকে মুক্ত করে এক দিকে আদর্শ ও নৈতিকতার ক্ষেত্রের এই শূন্যতাকে পূর্ণ করতে পারে, অন্য দিকে পুরনো পচে যাওয়া পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে শোষণহীন শ্রেণিহীন উন্নততর সমাজব্যবস্থার জন্ম দিতে পারে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রচারের মধ্যে আন্দোলনের মধ্যে দলের কর্মীরা যখন এই তত্ত্বকে জনসাধারণের মধ্যে নিয়ে গেছেন, তখন তা জনগণকে চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। এই আদর্শকে জানার জন্য নতুন আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। সেই আগ্রহের কথাই বললেন ঝাড়খণ্ড থেকে আসা এক শিক্ষক। বললেন, আমি যখন এ কথা শুনলাম যে, ভোটের দ্বারা বার বার সরকার পরিবর্তন করে জনগণের দুরবস্থার পরিবর্তন ঘটবে না, তা ঘটতে পারে একমাত্র শোষিত জনগণের সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমেই— তখন তা আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন মনে হল। এই সঠিক বক্তব্যের টানেই আমি ব্রিগেডে এসেছি। দেশের বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া দলগুলির বিপরীতে এই সমাবেশের যে শৃঙ্খলা জনসাধারণের মধ্যে, প্রশাসনের মধ্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে, আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছে, তার জন্ম হয়েছে দলের উন্নত বিপ্লবী চিন্তার সংস্পর্শে এসেই।

রাজনীতিটা যদি পুরনো জরাজীর্ণ সমাজব্যবস্থাকে পাল্টে সকলের বাসোপযোগী নতুন সমাজ তৈরির বিপ্লবী রাজনীতি হয় তবে সেই বিপ্লবী রাজনীতির সংস্পর্শে আসা মানুষগুলিও তার ছোঁয়ায় একটু একটু করে বদলে যান। সেই জিনিসই দেখা গেল, দলের কর্মীদের সঙ্গে একই বাসে আসা খাবারের দোকানের মালিকের মন্তব্যে, যখন তিনি বললেন, 'আজ সমাবেশের মানুষের আচরণ, প্রভাসবাবুর বক্তব্য শুনে আমি আপনাদের লোক হয়ে গেছি।' কিংবা সেই পুলিশকর্মী যিনি বললেন, 'এই দলটা সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা শাসক দলগুলির ব্রিগেড মিটিংয়ে আসা যুবকদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে যাই। তাদের মাতলামি, অসভ্যতা দেখে মনে হয় পিটিয়ে জেলে ভরে দিই। সেখানে এই বিশাল সমাবেশেও আমাদের কোনও কাজই যেন নেই! এঁরা নিজেরা যেমন সুশৃঙ্খল, তেমনই সমাবেশের শৃঙ্খলা নিজেরাই রক্ষা করছে।' মনে পড়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের কথা— 'সর্বহারা বিপ্লবী সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও মূল্যবোধ সমস্ত ক্ষেত্রে বুর্জোয়া সংস্কৃতির থেকে অনেক উন্নত। আর উন্নত বলেই তা বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে ভাঙতে সক্ষম। তিনি বলেছেন, শুধু রাজনৈতিক ভাবে নয়, স্লোগানে নয়— আচার-আচরণে, নীতি-নৈতিকতা, সংস্কৃতি-রুচিতে বুর্জোয়া অপসংস্কৃতির কূপমণ্ডুকতা থেকে মুক্ত করে নিজের মধ্যে বিপ্লবী নেতৃত্বের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে যে প্রলেতারিয়েত, সেই একমাত্র দুনিয়াকে পরিবর্তিত করতে পারে।'

অসংখ্য বামপন্থী মানুষ, যাঁরা পূর্বতন শাসক বামপন্থী দলের নেতাদের নীতিহীন আচরণ দেখতে দেখতে বীতশ্রদ্ধ, হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর গণআন্দোলনগুলিকে লক্ষ করছিলেন এবং অপেক্ষা করছিলেন কিছুটা শক্তিবৃদ্ধির জন্য। এ বারের ব্রিগেড সমাবেশের জন্য কর্মীদের নিরলস, অক্লান্ত প্রচার তাঁদের মধ্যে প্রত্যয়ের জন্ম দিয়েছে, আস্থার জন্ম দিয়েছে। তাঁরা ব্রিগেডে এসেছিলেন একটা বড় সংখ্যায়। তৃণমূলের সৎ কর্মী-সমর্থকরা, যাঁরা নেতৃত্বের আকণ্ঠ দুর্নীতিতে বীতশ্রদ্ধ, যাঁরা চান একটা সুস্থ রাজনীতির চর্চা, তাঁরা এসেছিলেন ব্রিগেডে। ঠিক তেমনই বিজেপির নীতিহীন ভোটসর্বস্ব এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে যাঁরা উদ্বিগ্ন, তেমন একটা বড় সংখ্যক মানুষও এসেছিলেন ব্রিগেডে। সে দিন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ এবং অন্য নেতৃবৃন্দের বক্তব্য তাঁদের সকলের মধ্যেই বিপ্লবী দলের রাজনীতির প্রতি গভীর আগ্রহের জন্ম দিয়েছে।

কমরেড শিবদাস ঘোষ একদিন বলেছিলেন, সমাজ একটা নতুন আদর্শের জন্ম দেওয়ার যন্ত্রণায় কাঁপছে। কী সেই আদর্শ, যা এই জগদ্দল পাথরের শৃঙ্খলকে ভাঙতে পারে? তা হল সাম্যবাদের আদর্শ, সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ, সর্বহারা বিপ্লবের আদর্শ, পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের আদর্শ। এই আদর্শে যদি দেশের মানুষকে আমরা উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত করতে পারি, সংগ্রামকে গড়ে তুলতে পারি তা হলে দেখব আবার দেশের মধ্যে সেই নতুন প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আবার মানুষের মধ্যে সেই ক্ষুদিরামের তেজ, সেই ভগৎ সিংয়ের তেজ ফিরে এসেছে। বাস্তবিক এ বার ব্রিগেড সমাবেশের সাফল্যের পর একটা বড় অংশের সাধারণ মানুষের মধ্যে যে খুশির ভাব সর্বত্র দেখা গেছে, বাসে-ট্রেনে, অফিস-আদালতে, চায়ের দোকানে-পাড়ার মোড়ে— সর্বত্র যে তা আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা সেই প্রাণচাঞ্চল্যেরই লক্ষণ।

মহান এঙ্গেলসের শিক্ষা থেকে

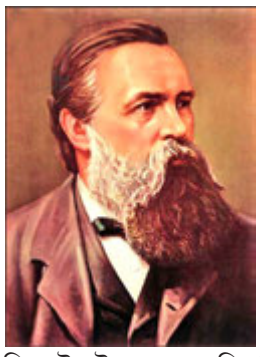

"সমাজতান্ত্রিক ভাবনা সম্পর্কে ইতিহাসের এই নতুন বোধের (*মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গির—গণদাবী*) তাৎপর্য খুবই বেশি। তা দেখিয়ে দিল যে, আগেকার সব ইতিহাস শ্রেণি-বিরোধ ও শ্রেণি-সংগ্রামের মাধ্যমে এগিয়েছে, চিরকালই শাসক ও শাসিত শ্রেণি, শোষক ও শোষিত শ্রেণি থেকেছে, আর বরাবরই মানবসমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই দণ্ডিত থেকেছে হাড়ভাঙা মেহনত ও নগণ্য উপভোগের বাধ্যতায়। এর কারণ কী? কারণ নিতান্তই এই যে, মানবজাতির বিকাশের আগেকার সব স্তরে উৎপাদন এতই অনুন্নত ছিল যে, একমাত্র বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের রূপেই ঐতিহাসিক বিকাশ চলতে পারত, আর সামগ্রিকভাবে ঐতিহাসিক প্রগতির ভার থাকত এক ক্ষুদ্র সুবিধাভোগী সংখ্যালঘুর ক্রিয়াকলাপের ওপর, আর বিপুল জনগণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল স্বীয় মেহনতে নিজেদের দীনহীন জীবনোপকরণের সঙ্গে সঙ্গে সুবিধাভোগীদের জন্য ঐশ্বর্য ক্রমবর্ধমান হারে উৎপন্ন করে চলা। অন্যথায় পূর্বতন সব শ্রেণি-শাসনের ব্যাখ্যা কেবল মানুষের অসাধুতা দিয়েই করতে হয়।

নতুন এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে তার স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া ছাড়াও ইতিহাসের এই অনুসন্ধানের ফলে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, বর্তমান যুগের উৎপাদন-শক্তিসমূহ এত বিপুলভাবে বেড়ে উঠেছে যে, অন্ততপক্ষে সবচেয়ে উন্নত দেশগুলিতে, মানবসমাজকে শাসক ও শাসিত হিসেবে, শোষক ও শোষিত হিসেবে বিভক্ত করে রাখার শেষ অজুহাতটিও আর থাকে না, স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, শাসক বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণি তার ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পন্ন করে ফেলেছে। সমাজের নেতৃত্বের ক্ষমতা তার আর নেই, উৎপাদনের বিকাশের পথে সে বরং বাধাই হয়ে

মহান ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের ১২৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ১২ আগস্ট দলের কেন্দ্রীয় দফতরে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন পলিটবুরো সদস্য সৌমেন বসু। উপস্থিত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ

দাঁড়িয়েছে, বাণিজ্য সংকট, বিশেষত গত বিরাট বিপর্যয় (*১৮৭৩-এর বিশ্বব্যাপী আর্থিক বিপর্যয়*) এবং সব দেশে শিল্পের মন্দা সে কথা প্রমাণ করে দিয়েছে। স্পষ্ট হয়েছে যে, ঐতিহাসিক নেতৃত্ব চলে এসেছে প্রলেতারিয়েতের হাতে, সমাজে এ শ্রেণির সামগ্রিক অবস্থার দরুন এ শ্রেণি নিজেকে মুক্ত করতে পারে কেবল সব শ্রেণি-শাসন, সব দাসত্ব ও সব শোষণ পুরোপরি শেষ করে দিয়ে। সামাজিক উৎপাদন-শক্তিসমূহের উপর বুর্জোয়া শ্রেণির নিয়ন্ত্রণ তার সময় অতিক্রম করে এখন শুধু সংঘবদ্ধ প্রলেতারিয়েতের দখলে যাবার জন্যই অপেক্ষা করে আছে। উদ্দেশ্য, যাতে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যায় যেখানে সমাজের প্রতিটি সদস্য শুধু, সামাজিক সম্পদ উৎপাদনের কাজেই নয়, সে সম্পদ বণ্টন ও পরিচালনার কাজেও অংশ নিতে পারবে। ফলে পুরো উৎপাদন- ব্যবস্থার পরিকল্পিত পরিচালনার ফলে সামাজিক উৎপাদন-শক্তিগুলি ও তার উৎপাদন এত বেড়ে যাবে যে, প্রত্যেকের জন্যই সমস্ত যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজন ক্রমবর্ধমান মাত্রায় মেটানোর বিষয়টি নিশ্চিত করা যাবে।"

—'কার্ল মার্ক্স প্রসঙ্গে'

দাঙ্গার পরিকল্পনা চালাচ্ছে বিজেপি

একের পাতার পর

ও অন্যান্য বাসস্থান বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এ সমস্ত কিছুর পিছনে রয়েছে হিন্দু ভোট ব্যাঙ্কের প্রসার ঘটিয়ে আগামী লোকসভা নির্বাচনে ফয়দা তোলার লক্ষ্য। আমাদের আশঙ্কা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য এই ধরনের মারাত্মক ষড়যন্ত্র অন্য বহু জায়গায় ও রাজ্যে চালানো হবে।

বিজেপির এই জঘন্য ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক পরিকল্পনার নিন্দায় কোনও ভাষাই যথেষ্ট নয়। বিজেপির এই ভয়ঙ্কর অপচেষ্টা প্রতিরোধ ও পরাস্ত করতে আমরা দেশের সমস্ত বামপন্থী, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দল, শক্তি ও সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

বিজেপির ভাবনায় ‘বিকাশ’ মানে আদানি আম্বানিদের বিকাশ

কমরেড সত্যবান

৫ আগস্ট ব্রিগেডের সভায় দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সত্যবানের ভাষণ

আজ ৫ আগস্ট আমাদের দেশ এবং সারা বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণির মানুষের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিন। একশো বছর আগে এই দিনটিতেই সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্ম হয়েছিল। এক বছর ধরে তাঁর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠান করতে করতে আমরা আজকের এই বিরাট জনসভায় সমবেত হয়েছি। কমরেড শিবদাস ঘোষ মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক, সর্বহারা শ্রেণির প্রিয় নেতা, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। তিনি ভারতের জনসাধারণকে পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রাস্তা দেখিয়েছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে বুকে নিয়ে তাঁর জীবনসংগ্রাম এবং মহান চিন্তার প্রেরণা আমাদের সকলকে এখানে সমবেত করেছে।

কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজের জীবনের তোয়াক্কা না করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ভারত স্বাধীন হোক, সমস্ত অন্যায় এবং ভেদাভেদ থেকে ভারত মুক্ত হোক। চেয়েছিলেন, এমন এক সমাজ যেখানে পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদের কোনও স্থান থাকবে না। চেয়েছিলেন, সমাজতন্ত্রের পথে নতুন ভারত গড়তে। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য শত শত মানুষের জীবন কোরবানির ফল আত্মসাৎ করেছে পুঁজিপতি শ্রেণি। দেশের মসনদ তাদেরই দখলে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং শহিদরা শোষণমুক্ত ভারতের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা অধরাই থেকে গেছে। মানুষের মধ্যে ধর্ম, ভাষা, জাতপাত, প্রাদেশিকতা ইত্যাদিকে ভিত্তি করে যত রকমের বিভেদ আছে, স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগুলি দূর হয়ে যাবে এটাই ছিল কাম্য। কিন্তু এর কোনওটাই হতে পারেনি।

কমরেড শিবদাস ঘোষ এর বিরুদ্ধে এক নতুন সংগ্রামের ঝান্ডা তুলে ধরেন, এক নতুন সংগ্রামের তিনি রূপরেখা তৈরি করেন। সমস্ত প্রকারের শোষণ এবং অন্যায় থেকে মুক্তির জন্য সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্ব, এক সঠিক বিপ্লবী পার্টি তিনি তৈরি করেছেন। কিন্তু শুধু এটুকু বললেই হবে না, তিনি নিজের হাতে পরম যত্নে হাজার হাজার বিপ্লবী কর্মীকে গড়ে তুলেছেন। এই বিপ্লবী কর্মী-নেতারা আজ দেশের কোণে কোণে জনগণের সমস্ত দুঃখ দুর্দশার অবসানের জন্য তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছেন। পুঁজিবাদী শোষণ শাসনের অবসানের জন্য তাঁরা সংগ্রাম করে চলেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলিতে পুঁজিবাদের স্বরূপ এবং সাম্রাজ্যবাদের নতুন রূপকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি দেখিয়েছেন, এই যুগে যে কোনও পুঁজিবাদী দেশ, তা অগ্রসর কিংবা পিছিয়ে পড়া হোক না কেন— সর্বত্রই পুঁজিবাদী শাসন ফ্যাসিবাদের রূপ নিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের রাস্তা দেখানোর মধ্য দিয়ে তিনি শুধু নিজের দেশ ভারতেই নয়, দুনিয়া জুড়ে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে তত্ত্বগত ভাবে মজবুত করেছেন। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে যত বিভ্রান্তি, বিপদ, ঝড়ঝাপটা এই সময় এসেছে কমরেড শিবদাস ঘোষ গভীর প্রজ্ঞায় তার সমাধানে একটার পর একটা সঠিক রাস্তা তুলে ধরার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে গেছেন। এই কাজ তিনি করতে পেরেছিলেন কারণ, সবচেয়ে উন্নত বিজ্ঞানসম্মত দর্শন মার্ক্সবাদ লেনিনবাদকে তিনি আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। মার্ক্সবাদকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন, এক সম্পূর্ণ জীবন-দর্শন, জীবনের সর্বদিক ব্যাপী সমস্ত কর্মকাণ্ডের গাইড টু অ্যাকশন হিসাবে। এই সংগ্রামের পথে তিনি মার্ক্সবাদকে আরও সমৃদ্ধ, আরও উন্নত করেছেন।

১৯৭৬-এর এমন এক ৫ আগস্টেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন বাদেই মহান সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দিল্লিতে প্রখ্যাত হিন্দি সাহিত্যিক বিষ্ণু প্রভাকর রেডিওতে একটি অনুষ্ঠানে কমরেড শিবদাস ঘোষের উদ্ধৃতি তুলে ধরে বলেন, একজন মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক হয়েও শিবদাস ঘোষ সাহিত্য সম্পর্কে যে উন্নত উপলব্ধি রেখেছেন তা দেখে আমি রোমাঞ্চিত, অভিভূত। শুধু রাজনীতি নয়, সাহিত্য প্রসঙ্গেও তিনি পথ দেখাতে পারেন। তিনি বলেন, শিবদাস ঘোষকে জানার পর আমি নতুন করে আবার শরৎসাহিত্য পড়তে শুরু করি। বিষ্ণু প্রভাকর আরও বলেন, তাঁকে একজন হিন্দি সাহিত্যিক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, স্বাধীনতার পর ভারতে কোন তিনজন বড় মানুষের কথা আপনি বলতে পারেন? তিনি খুবই শ্রদ্ধার সঙ্গে উত্তর দেন, এই প্রথম তিনজনের অন্যতম হিসাবে কমরেড শিবদাস ঘোষের নাম থাকবেই।

এই মহান বিপ্লবীর নাম এ দেশের পুঁজিবাদী শাসকরা আড়াল করতে চায়। তারা পরিকল্পনা করেই কমরেড শিবদাস ঘোষের নাম জনসাধারণের সামনে আসতে দেয় না। আজকের এই মহতী সমাবেশ সেই ষড়যন্ত্রের পর্দা ফাঁস করে দিয়েছে। আজ সুযোগ এসেছে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা তাঁর জীবন সংগ্রামের কথা দুনিয়ার কোণে কোণে পৌঁছে দেওয়ার।

বন্ধুগণ, আমরা যখন এই সভা করছি, আজ দেশের অবস্থা কী! আপনাদের কাছে তা অজানা নয়। স্বাধীনতার সময়েই কমরেড শিবদাস ঘোষ পুঁজিবাদী শাসনের স্বরূপ তুলে ধরে বলেছিলেন, যতদিন যাবে পুঁজিবাদী শাসনের ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্করতম রূপ ফুটে বেরোবে। সেই ১৯৪৭ থেকে এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রেই হোক কিংবা কোনও রাজ্যে হোক, যে সরকারই এসেছে তারাই পুঁজিপতিদের তাঁবেদারি করেছে। ব্রিটিশ শাসকরা নিজেদের শোষণের স্বার্থে পুলিশ, মিলিটারি, আইন আদালত সহ রাষ্ট্রযন্ত্রটা তৈরি করেছিল। ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট ব্রিটিশের কাছ থেকে ভারতীয় পুঁজিপতিরা এই শোষণ-শাসনের যন্ত্র, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার গদি হাতে নিয়েছিল। আজ দেশ মানে পুঁজিপতিদের স্বার্থ, আজ বিকাশ মানে পুঁজিপতি দেব ধনসম্পদের বিকাশ। এ আমরা মানতে পারি না। আমাদের কাছে দেশ মানে দেশের মেহনতি মানুষ— যারা এই দেশের ধন-দৌলত সমস্ত সম্পদ সভ্যতার নির্মাতা। যেদিন ভারতীয় পুঁজিপতিরা এ দেশের ক্ষমতায় বসেছিল, তারা আজকের মতো এত বড় ছিল না। মানুষকে শোষণ করে করে তারা আজ দুনিয়ার প্রথম ১০ জন বড় পুঁজিপতির মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। ভারতের পুঁজিবাদ আজ এই উপমহাদেশের সুপার পাওয়ারের রূপ নিয়েছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, ভারতীয় পুঁজিবাদ আজ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়ে বড় বড় সাম্রাজ্যবাদীদের জুনিয়র পার্টনার হিসাবে নানা দেশে থাবা বসাচ্ছে।

কিন্তু বামপন্থী বলে পরিচিত বন্ধুরা আজও এই দিকটাতে চোখ বুজে আছে। ওরা কোনও দিকে শত্রু দেখতে পায় না। শত্রু এই দিকে থাকলে ওরা ওই দিকে তির ছোঁড়ে, অন্যদিকে লাঠি মারে। ভারতের শোষিত জনসাধারণের শত্রু কে? কারা তাদের দুঃখ-সর্বনাশের কারণ, অন্যায় এবং বিভেদের জন্য কারা দায়ী? এই শত্রু হল পুঁজিবাদী শাসন-শোষণ। আজ পুঁজিবাদ মানুষকে কাজ দিতে পারছে না, শিক্ষা দিতে পারছে না, চিকিৎসা দিতে পারছে না, মান-সম্মান তো দূরের কথা। কোনও ন্যায় দিতে পারে না। এতটুকু শান্তি-স্বস্তি পর্যন্ত দিতে পারে না। যে পুঁজিবাদী সরকারই আসুক না কেন তারা মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তারা জনসাধারণের শেষ রক্তবিন্দুটুকু শুষে নিচ্ছে। আজ পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড় আক্রমণ হল, আমাদের দেশে নীতি-নৈতিকতার উপর, ছাত্র-যুব-মহিলাদের উপর এমন আক্রমণ নামিয়ে আনছে যাতে তারা মানুষ হিসাবে গড়ে না ওঠে, মানুষ হয়ে না থাকে। আজ সরকার জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাসকে বিকৃত করছে। সাথে সাথে পুরো দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ছড়াচ্ছে, সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টি করছে। আজ মণিপুর জ্বলছে। জ্বলছে না, জ্বালানো হয়েছে। আপনারা সবই জানেন।

সম্প্রতি হরিয়ানাতে ন্যুহ জেলায় বিজেপি-আরএসএস এর নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টি করা হল। কংগ্রেসের দীর্ঘ শাসনে যে শোষণ-অন্যায় হয়েছিল, একই কাজ করছে আজ বিজেপি। বিজেপি যখন তৈরি হয়, তখন তারা ছোট ব্যবসাদারদের কথা বলত, এখন তারা বড় পুঁজিপতিদের তাঁবেদার। মানুষ ভাবছে, ২০২৪ এলে আমরা এই সরকার ফেলে দেব। পাঁচ রাজ্যে ভোট, সেখানেও ফেলে দেব। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং পুঁজিবাদী প্রচারমাধ্যমে এই প্রচার করা হচ্ছে। বিজেপি সহ যারাই জনসাধারণের উপর অন্যায় শোষণ চালাচ্ছে, অত্যাচার করছে, গোটা সমাজে বিদ্বেষের বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছে, সমাজকে আরও দূষিত করছে, আমরা তাদের মেনে নেব না। এই সরকারকে অবশ্যই সরাতে হবে। কিন্তু একটা বিষয় খেয়ালে রাখতে হবে— যা কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের বারবার বলেছেন, একের পর এক সরকার বদল হয়, যতবার সরকার বদল হয় পুঁজিপতিদের মেদ-চর্বি আরও বেড়ে যায়। তারা গরিবকে আরও শোষণ করে।

প্রশ্ন হল যে নির্বাচন হয়, তা কারা নিয়ন্ত্রণ করে? নির্বাচনী হাওয়া কারা তোলে? ভোটে জনসাধারণের মন সুনির্দিষ্ট দিকে প্রভাবিত করা হয় কীভাবে? জনসাধারণ কীভাবে ভোটে প্রতারিত হয়, সংসদ-বিধানসভায় গরিবদের কথা হয় না, শিক্ষা নিয়ে কথা হয় না, চিকিৎসা নিয়ে কথা হয় না, কৃষক-শ্রমিকদের কথা হয় না, মা-বোনেদের সম্মান নিয়ে কোনও কথা হয় না।

মহান লেনিন বলেছেন, সংসদ পুঁজিপতিদের সবচেয়ে সুরক্ষিত কবচ। এই সংসদীয় রাজনীতি, ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি পুরোপুরি পুঁজিপতিদের স্বার্থে পরিচালিত। এতে জনসাধারণের দুর্দশা দিনদিন আরও বাড়বে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, হাজার নির্বাচন হলেও জনসাধারণের সমস্যার শেষ হবে না, বাড়বে। এর একমাত্র সমাধান আন্দোলন, গণআন্দোলন, শক্তিশালী আন্দোলন। কিন্তু এই আন্দোলন করবে কে? সঠিক পথে আন্দোলন করতে সঠিক শক্তিশালী পার্টির নেতৃত্ব চাই। এই জন্যই তিনি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি নিজের হাতে ছাত্র-যুব-শ্রমিক-কৃষক-মহিলাদের সংগঠন গড়ে তোলেন। তিনি দেখান, দেশে রাজনৈতিক চেতনা দুর্বল থাকার কারণে, জনসাধারণের উপর আক্রমণ চলছে। এ জন্য জনসাধারণের কমিটি গঠন করে অন্যায়ের প্রতিবাদে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তাঁর শিক্ষা নিয়েই পশ্চিমবঙ্গে নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরে বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়ে জনসাধারণের আন্দোলন জয়ী হয়েছে। হরিয়ানায় আম্বানির এসইজেড, যা ২৫ হাজার একর জমি নিয়ে বানানোর কথা হয়েছিল, সেখানেও কমরেড শিক্ষার ভিত্তিতে সংঘর্ষ কমিটি করে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য করা হয়েছে। আজ দেশের কোণায় কোণায় কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায়, তাঁর জীবনসংগ্রামকে পাথেয় করে, তাঁর চিন্তাধারার ভিত্তিতে বহু আন্দোলন হয়েছে, আরও বহু আন্দোলন গড়ে উঠছে। এই আন্দোলনগুলিকে আরও মজবুত করতে, এগুলিকে পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলনের সঠিক দিশা দিতে পারে একমাত্র সঠিক বিপ্লবী দল। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ছাড়া আর কেউ তা করতে পারবে না।

আর একটি কথা বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ করব। ভারত ছাড়ো আন্দোলন এমন এক

আটের পাতায় দেখুন

কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা বিশ্বের কমিউনিস্টদের নজর কেড়েছে

ব্রিগেডের সভায় সভাপতি কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ

আমাদের প্রিয় নেতা, শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক, এই যুগের মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে সমবেত এ এক বিশাল জনসমুদ্র। এটি খুব আনন্দের বিষয় যে, আমরা বর্ষব্যাপী জন্মশতবর্ষ পালনের পর আজ এই বিশাল সমাপনী সমাবেশে সমবেত হয়েছি। সারা বছর ধরে সমগ্র দেশে, প্রতিটি কোণায়, গ্রামে-গঞ্জে, শহরে, কলকারখানায়, শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুর, ছাত্র, যুবক ও মহিলাদের মধ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা প্রচার করা হয়েছে, কমরেড শিবদাস ঘোষকে নিয়ে চর্চা হয়েছে, সারা দেশে কমরেড শিবদাস ঘোষের নাম ধ্বনিত হয়েছে। তাঁকে নিয়ে নতুন আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

কমরেড, এই গৌরবময় অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা আমাদের প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। তিনি সর্বহারা শ্রেণির মহান নেতা কমরেড ঘোষের কমরেড-ইন-আর্মস (সহযোদ্ধা)। তাঁর বলার আগে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। তা হল, কমরেড শিবদাস ঘোষের অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ চিন্তাভাবনা, তাঁর উপলব্ধির গভীরতা। যেভাবে তিনি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন উপলব্ধি করেছিলেন, সেটি আমাদের অনুধাবন করা খুব জরুরি। আজ আমরা তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী করা অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করছি। ১৯৭৬ সালে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু তিনি যা বলে গেছেন ধীরে ধীরে বিশ্বে তা স্বীকৃতি পাচ্ছে। বলশেভিক কমিউনিস্ট পার্টির নেত্রী নীনা আন্দ্রেভা যখন জীবিত ছিলেন, তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের লেখা বই 'স্ট্যালিন বিরোধী পদক্ষেপ প্রসঙ্গে' পড়েন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের দেশের মাটি থেকে তিন হাজার কিলোমিটার দূরে বসে রাশিয়ার অভ্যন্তরের সব কিছু কতটা ভাল ভাবে বুঝেছিলেন! কী গভীর বিশ্লেষণ, কী দূরদর্শিতা ছিল তাঁর! এমনই মন্তব্য করেছেন নীনা আন্দ্রেভা। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমরেড সারা ফ্লাউন্ডার্স কিউবা সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষের বিভিন্ন মতামত সম্পর্কে একই ভাবে সহমত পোষণ করে বলছেন যে, কিউবান সংকটের বিষয়টি অন্য ভাবে মোকাবিলা করা উচিত ছিল। এমন কিছু আগাম সাবধানবাণীর কথা আমি বলছি। আজ বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্টরা কমরেড শিবদাস ঘোষের বিশ্লেষণ সম্পর্কে আগ্রহী হচ্ছেন।

কমরেডস, এগুলি স্রেফ অনুমান নয় বা অনুমান-নির্ভর ভবিষ্যদ্বাণী নয়। এটি 'সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান' বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের গভীর উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে রচিত।

আমাদের দেশ সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল? আপনারা জানেন, তিনি কেবলমাত্র মহান মার্কসবাদী দার্শনিক ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার, বিপ্লবী ধারার একজন ভলান্টিয়ার। সেই ধারার অন্য বিপ্লবীদের মধ্যে প্রায় সকলের আগে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখতে পেয়েছিলেন, ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে যাওয়ার পরে

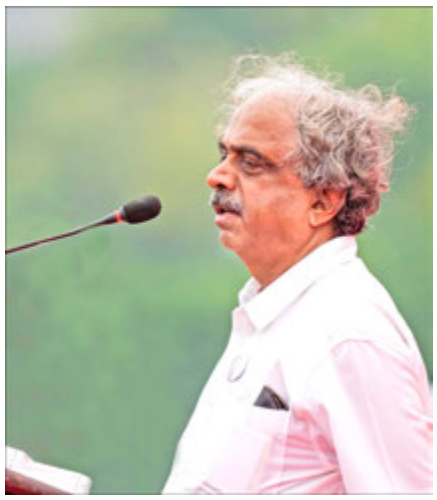

স্বাধীন ভারতে কী ঘটতে চলেছে। স্বাধীন ভারত একটি পুঁজিবাদী দেশ হতে চলেছে এবং ব্রিটিশ শোষকদের স্থলাভিষিক্ত হবে ভারতীয় শোষক পুঁজিবাদী শ্রেণি। আজ এটি একশো শতাংশ সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে আপসহীন ধারা, তা শুধু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই নয়, সামন্তবাদের বিরুদ্ধেও আপসহীন ভাবে লড়াই করেছে। সেখানে কোনও আপস ছিল না। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা কী, গান্ধী এবং তাঁর মতবাদ, যা বিপ্লববাদকে মূলধারায় পরিণত হতে দেয়নি, সেই অহিংসবাদের সঙ্গে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার পার্থক্য কোথায়, সে সব আপনারা জানেন। গান্ধীজি ব্যক্তিগত জীবনে সৎ ছিলেন, যদিও তাঁর মত ও পথ ভুল ছিল। এটি শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া শ্রেণিকে ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করেছিল। এই ছিল মার্কসবাদের ভিত্তিতে কমরেড শিবদাস ঘোষের ভবিষ্যদ্বাণী, বিশ্লেষণ। তিনি বলেছিলেন, আর কিছু নয়, সর্বহারা বিপ্লবের প্রতি বুর্জোয়াদের ভয় থেকেই অহিংস মতবাদের জন্ম। বিপ্লবভীতি গান্ধীজির মানসিক জটিলতায় অহিংস তত্ত্বের রূপ নিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, গান্ধীজি সামন্ততন্ত্র, সামন্তী সংস্কৃতি, ধর্ম, বর্ণ, সব কিছুর সাথে আপস করেছিলেন। কমরেড, আজ আমরা সেই আপসের পরিণতি প্রত্যক্ষ করছি। কমরেড শিবদাস ঘোষ সেই শুরুর দিনেই বলেছিলেন, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে দার্শনিক নেতৃত্বে ছিল গান্ধীবাদ। নিঃসন্দেহে আমরা রাজনৈতিকভাবে স্বাধীনতা পেয়েছি। তবে সাংস্কৃতিক ভাবে, সামাজিক ভাবে আমাদের দেশ ১০১টি বিষয়ে বিভক্ত— ধর্ম, বর্ণ, জাতপাত, সম্প্রদায়, জাতি-উপজাতি এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে। ভাষাগত ভাবে এটি একটি বহুভাষিক দেশ। আমরা সাংস্কৃতিক ও সামাজিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারিনি। এটি থেকে গিয়েছে, কারণ আমাদের দেশে কোনও সাংস্কৃতিক বিপ্লব হয়নি। সাংস্কৃতিক-সামাজিক বিপ্লবের পতাকা ফেলে দেওয়া হয়েছে।

কমরেডস, আজ আমি কমরেড শিবদাস ঘোষের মহান শিক্ষার কথা স্মরণ করছি। দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক হিংসা চলছে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়ানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে আজ মণিপুরে যা ঘটছে, তাও আমরা দেখছি। গোটা দেশ শুধু নয়, গোটা বিশ্বের নজর আজ মণিপুরের দিকে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কী চলছে, কী ধরনের বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে, কীভাবে মহিলাদের উপর অত্যাচার চলছে, সব আমরা প্রত্যক্ষ করছি। এ প্রসঙ্গে কমরেড শিবদাস ঘোষের বিশ্লেষণ দেখুন। অত্যন্ত বেদনার সাথে তিনি দেখিয়েছেন যে, ধর্মের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী দর্শন আপস করায় দেশের তিনটি বড় শক্তি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে পারেনি। একটি হল মুসলিম সম্প্রদায়। অপর একটি হল দলিত সম্প্রদায়। আর তৃতীয় শক্তি হল মহিলারা। এরা ছিল সমাজের সবচেয়ে নিপীড়িত অংশ। তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যাপকভাবে যোগ দিতে পারেনি, কারণ গান্ধীর অধীনে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ছিল ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। আরও নির্দিষ্ট করে বললে হিন্দুধর্ম ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, উচ্চবর্ণভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। এই কারণেই এই তিনটি অংশ নিপীড়িত থেকে গেছে এবং আজও দেশ সেই পথেই হাঁটছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় শাসক ব্রিটিশ পুঁজিপতি শ্রেণি এই 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতি নিয়ে চলেছিল। ব্রিটিশরা ভারতে এটাই করেছে। স্বাধীনতার পরে ভারতীয় শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি সেই ধারাবাহিকতাই বজায় রেখেছিল এবং বর্তমানে শাসক পুঁজিবাদী শ্রেণি আরও বেশি করে বিভাজন এবং শাসন করার পথ গ্রহণ করছে। শুধু মণিপুর নয়, সমগ্র দেশকে বিভক্ত করা হয়েছে।

তাই, কমরেডস, আমরা সারা দেশে একত্রিত হচ্ছি, জোট বাঁধছি। আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র, আজ দায়িত্ব আমাদের কাঁধে। আমরা পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রণী সৈনিক। আজ আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার মশালবাহক। কমরেড শিবদাস ঘোষ চেয়েছিলেন পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে বুর্জোয়াদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে মানুষের দ্বারা মানুষের সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্ত শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে।

এই ক'টি কথা বলে আমি আমাদের প্রিয় নেতা, শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক, মহান মার্ক্সবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষকে আমার বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানাই। আমরা আবারও আমাদের দেশে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধন করতে এবং তাঁর চিন্তাভাবনা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়নের প্রতিজ্ঞা করছি।

পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

ব্রিগেডের পথে

র‍্যাগিং-মুক্ত ক্যাম্পাসের দাবিতে

ছাত্র-অভিভাবকদের অবস্থান

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র স্বপ্নদীপের মৃত্যুর প্রতিবাদে, দোষীদের শাস্তি এবং র‍্যাগিং-মুক্ত গণতান্ত্রিক শিক্ষাঙ্গনের দাবিতে ১৪ আগস্ট রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিক্ষোভ অবস্থানের ডাক দিয়েছিল এআইডিএসও।

যাদবপুর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে অবস্থান হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায় (ছবি প্রথম পাতায়)। বক্তব্য রাখেন ছাত্রছাত্রীরা। অভিভাবকদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন সাবিনা ইয়াসমিন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গৌরাঙ্গ খাটুয়া, অভিভাবক স্বপ্না দাশগুপ্ত প্রমুখ। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিনিধিরা এবং জেলা নেতৃত্বও বক্তব্য রাখেন। অবস্থান শেষে যাদবপুর এবং কলেজ স্ট্রিট এলাকায় প্রতিবাদী মিছিল হয়। বহু ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, সাধারণ মানুষ এই অবস্থান এবং মিছিলে সামিল হন।

বিশ্বের ভ্রাতৃপ্রতিম দলগুলির শুভেচ্ছা

এস ইউ সি আই (সি)-এর প্রতিষ্ঠাতা, এ যুগের অন্যতম মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষপূর্তিতে ৫ আগস্ট ব্রিগেড সমাবেশ উপলক্ষে বিশ্বের ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বাংলাদেশ ও নেপালের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা এবং অন্যরা যে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান সেগুলি আমরা প্রকাশ করলাম।

কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্ক্সবাদের একজন অথরিটি

বাসদ মার্ক্সবাদী

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্ক্সবাদী)-র আহ্বায়ক মাসুদ রানা শুভেচ্ছা বার্তায় বলেন,

কমরেড প্রভাস ঘোষের হাতে রক্তপতাকা তুলে দিচ্ছেন বাসদ মার্ক্সবাদীর সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা

আমরা বর্তমানে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একটি যথার্থ বিপ্লবী দল গড়ে তোলার জন্য তীব্র সংগ্রামে নিয়োজিত রয়েছি। আমাদের পার্টি মনে করে, মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুং-এর ধারাবাহিকতায় কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্ক্সবাদের একজন অথরিটি। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, লেনিন পরবর্তী সময়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে সম্প্রসারিত, বিকশিত ও সমৃদ্ধ করেছেন এবং দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবের পথনির্দেশ করেছেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা বাংলাদেশের মাটিতে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর সুযোগ্য ছাত্র, মহান বিপ্লবী, আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দর চৌধুরী। আমাদের দেশে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় আলোকিত হয়ে শত শত মানুষ, বিশেষ করে ছাত্র-যুব-মহিলারা তাদের ব্যক্তিগত জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিচ্ছেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ পালনের শেষ লগ্নে আমরা বিশ্বাস করি, তাঁর চিন্তাধারা বিশ্বের সমস্ত শোষিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তির পথ আলোকিত করবে। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাই হোক আমাদের ঐক্য সুদৃঢ় করার ভিত্তি।

কমিউনিস্ট চরিত্র কেমন হবে, দেখিয়েছেন শিবদাস ঘোষ

সিসিইউসি, শ্রীলঙ্কা

শ্রীলঙ্কার সিলোন কমিউনিস্ট ইউনিটি সেন্টার (সিসিইউসি)-র সাধারণ সম্পাদক ই থাম্বাইয়া লিখেছেন,

বিপ্লবী পার্টির প্রতিটি সদস্য কমিউনিস্ট আচরণ রপ্ত না করলে (ডি-ক্লাসড না হলে), দলটি সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী শৃঙ্খলায় দৃঢ় ভিত্তিতে গড়ে না উঠলে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন এবং ব্যক্তি সম্পত্তি বিলোপের পথে সাম্যবাদী সমাজ গঠন সম্ভব নয়। এই সমস্ত বিষয়গুলি প্রাঞ্জল বিশ্লেষণে স্পষ্ট করে তুলেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। এস ইউ সি আই (সি)-এর কমরেডদের মধ্যে আমরা এই চিন্তার পরিমাণগত ও গুণগত প্রভাব দেখতে পাই।

বর্তমানে বিশ্বের বেশিরভাগ কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে বাস্তব পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করতে অপারগ এবং বিভ্রান্তির শিকার। কিছু কমিউনিস্ট পার্টি এমনকি র‍্যাডিকাল ডেমোক্রেটিক পার্টির পর্যায়ে অধঃপতিত হয়েছে, কিছু নিছক বামপন্থী দলে পর্যবসিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যে সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টি সঠিক রাস্তায় এগিয়ে চলেছে, এস ইউ সি আই (সি) তার মধ্যে অন্যতম। তাদের প্রতিষ্ঠাতার আদর্শ এবং তার ধারাবাহিকতা তাদের ক্ষয় থেকে রক্ষা করছে। তারা সুবিধাবাদ এবং নানা ধ্বংসাত্মক 'ইজম'-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। এস ইউ সি আই (সি) সমাজতান্ত্রিক চিন্তার উদগাতাদের উত্তরাধিকার পেয়েছে তাদের প্রতিষ্ঠাতা শিবদাস ঘোষের মাধ্যমে। এই চিন্তাধারা বহন করে এগিয়ে চলতে গিয়ে তারা যে নতুন অবদান রাখবে তা স্বাভাবিক এবং তারা তা করছে। এই পরিস্থিতিতে সিসিইউসি এবং এস ইউ সি আই (সি)-র দীর্ঘ এবং গভীর সম্পর্ক আমরা কামনা করি। সমস্ত ক্ষেত্রে এস ইউ সি আই (সি)-র সাফল্য কামনা করি, আমাদের অভিনন্দন রইল।

আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের একজন মহান তত্ত্ববিদ

কমিউনিস্ট পার্টি অফ পাকিস্তান

বীর বিপ্লবী এবং এই উপমহাদেশের এবং আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের একজন মহান তত্ত্ববিদ কমরেড শিবদাস ঘোষের শতবর্ষ উদযাপনে অংশ নিতে পেরে আমরা সম্মানিত বোধ করছি। পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে আঁতাত করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র বিশ্বের সম্পদকে লুণ্ঠন করছে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে যুদ্ধ চালাচ্ছে। চিনের সাম্রাজ্যবাদ বিনিয়োগ ও উন্নয়নের নামে পুঁজি রপ্তানির দ্বারা আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও এশিয়ার পিছিয়ে পড়া ও গরিব দেশগুলিকে কার্যত ঋণের জালে জড়িয়ে ফেলেছে।

বিশ্বজোড়া ক্রমবর্ধমান অসাম্যের কারণে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের পুনর্জাগরণ অবশ্যম্ভাবী। কারণ মানুষ চাইছে সমাজতন্ত্রের মতো বিকল্প একটা সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম হোক। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের আদর্শের ভিত্তিতে সকল প্রকার সোসাল ডেমোক্রেসি ও শোধনবাদকে বর্জন করে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের এমন জোয়ার সৃষ্টি করতে হবে যা বিশ্বের সাধারণ মানুষ ও শ্রমিক শ্রেণির জন্য ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত সুস্থায়ী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

ভিন্ন জাতের পার্টি এসইউসিআই(সি)

পার্টি অফ কমিউনিস্টস ইউএসএ

পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় ৫ আগস্ট কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষে সোসালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর প্রতি পার্টি অফ কমিউনিস্টস ইউএসএ (পিসিইউএসএ) অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে।

শিবদাস ঘোষ ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) -র প্রতিষ্ঠাতা এবং মতবাদিক নেতা। তাঁর নেতৃত্বে এসইউসিআই(সি) একটি গণদলে পরিণত হয়েছে। ক্রুশ্চেভের সংশোধনবাদ ও মাওবাদের বাড়াবাড়ির বিরোধিতা সহ দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদ ও বামপন্থী হঠকারিতার বিরোধিতার ক্ষেত্রে ভারতের অন্যান্য কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সঙ্গে এস ইউ সি আই (সি)-র চিন্তাধারার ভিন্নতা রয়েছে। শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষে সোসালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-কে পার্টি অফ কমিউনিস্টস ইউএসএ লাল সেলাম জানায়।

শ্রেণিসংগ্রামের চড়াই-উৎরাইতে পথ দেখায় শিবদাস ঘোষের চিন্তা

ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পার্টি

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-কে বৈপ্লবিক অভিনন্দন।

কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষে সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করার সুযোগ পেয়ে আমরা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পার্টি সম্মানিত বোধ করছি। এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতিষ্ঠাতা শিবদাস ঘোষ বিশ্ব জুড়ে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের বিকাশে অবদান রেখেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্টদের কাছেও তাঁর কর্মকাণ্ড সুলভ।

মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দলে নেতৃত্বের প্রশ্নটি সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ। কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁর লেখাপত্রে দেখিয়েছেন, সংকটের সময়ে একটি মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দলে রাজনৈতিক ও আদর্শগত নেতৃত্বের ভূমিকা অবশ্যপ্রয়োজনীয়। দেখা যাচ্ছে, দলের কর্মীদের শ্রেণিসংগ্রামের আঁকাবাঁকা পথে চলার উপযোগী সঠিক পথনির্দেশ দিতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রথমত, সমাজবিকাশের নিয়ম বুঝতে এবং শ্রেণি সংগ্রামে শ্রমজীবী শ্রেণির হাতিয়ার হিসাবে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রয়োগ শেখার প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়েছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ।

১৯৬০-এর দশকে তাঁর লেখা নিবন্ধগুলির একটি আমাদের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ওই বইয়ে তিনি ১৯৬২ সালের কিউবার মিসাইল সংকট নিয়ে আলোচনা করেছেন। ওই সময়ে ওই বিশেষ ঘটনাটি সম্পর্কে প্রতিটি কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে হয়েছিল। পুস্তিকাটিতে কমরেড ঘোষ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, বিশ্ব জুড়ে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে নিজের (সমাজতান্ত্রিক শিবিরের) সার্বভৌমত্ব বিসর্জন না দিয়েই তা করা সম্ভব ছিল। কীভাবে তা সম্ভব, তিনি দেখিয়েছিলেন।

এই ধরনের বিশ্লেষণই একটি মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দলকে বিপ্লবের পথে এগিয়ে চলতে সাহায্য করে এবং তাঁর বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে এটি হল মাত্র একটি উদাহরণ।

বর্তমানে আমরা যে বিশ্বে বসবাস করছি, ১৯৬২ সালের পর থেকে তার প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ন্যাটো ও অন্যান্য সামরিক জোটের সঙ্গে একযোগে যুদ্ধ ডেকে আনছে ও বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ মানুষের উপর নানা নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দিচ্ছে।

ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পার্টি শ্রমজীবী শ্রেণির আন্তর্জাতিকতাবাদ রক্ষা এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী সমস্ত শক্তিগুলির সঙ্গে সহযোগিতার কথা ঘোষণা করছে। কমরেড শিবদাস ঘোষের পথনির্দেশে গড়ে ওঠা এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের সঙ্গেও ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পার্টি সহযোগিতা জ্ঞাপনের কথা ঘোষণা করছে।

শ্রমিক শ্রেণিকে শক্তি জোগাবে

প্রতিরোধ, নেপাল

মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক এবং শিক্ষক, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ পালনের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে আমরা গর্বিত বোধ করছি। ...

'প্রতিরোধ ঃ একটি জনঅধিকার আন্দোলন', -এর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ ও নেপালের খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষ থেকে আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ পালনের এই অনুষ্ঠানের সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করি। আমরা আশা করি, শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ পালনের এই অনুষ্ঠান আপনাদের দল এবং সামগ্রিকভাবে শ্রমিক শ্রেণিকে আরও শক্তি জোগাবে। কমিউনিস্ট আদর্শ ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মহত্ত্বকে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরার জন্য শ্রমিক শ্রেণিকে শক্তি জোগাবে।

বিকৃত মানসিকতার উৎস কোথায়

একের পাতার পর

মেতে উঠতে তাদের এতটুকু দ্বিধা হয় না!

কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢিলেঢালা প্রশাসনিক অব্যবস্থা এর জন্য কম দায়ী নয়। দায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র সংসদ দখলে রাখার তাগিদে ক্ষমতালোভী এক শ্রেণির ছাত্র-সংগঠনের নীতিহীন রাজনীতির সীমাহীন আস্ফালনও। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সামগ্রিকভাবে ছাত্র-রাজনীতির উপর দোষারোপ অনেকেই করছেন। বিশেষত অভিযুক্তরা তথাকথিত 'অরাজনৈতিক' রাজনীতির ছাত্র সংগঠনের মাথা হওয়ায় এই প্রশ্ন উঠছে। কিন্তু এরা এত সাহস পেল কী করে?

রাজনীতি থেকে 'নীতি' শব্দটা বাদ দিলে যে যথেচ্ছাচার দাঁড়ায়, তথাকথিত 'অরাজনৈতিক', 'স্বাধীন' ছাত্র সংগঠনগুলি নামি-দামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেশ কিছুদিন ধরেই তার নিদর্শন রেখে চলেছে। এদের অনেকের মুখে বিচ্ছিন্ন কিছু বামপন্থী বুলি শোনা যায় বটে কিন্তু প্রকৃত বামপন্থার সাথে তার কোনও সম্পর্ক নেই। আদর্শহীনতার কারণে দাদাগিরিই একমাত্র সম্বল এদের। ক্ষমতার মধুভাণ্ড দখলে রাখতে দিশাহীন এই ছাত্র-রাজনীতির কারবারিরা এমন হীন কাজ নেই যা করে না। মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সহ বেশ কিছু নামজাদা বিশ্ববিদ্যালয়ে তথাকথিত অ-রাজনৈতিক পরিবেশের নামে 'উগ্র গণতান্ত্রিক' রাজনীতির চর্চাকে মদত দেয় কর্তৃপক্ষ। আর সেই ছাত্র-রাজনীতিকে দমন করার নামে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে চায় তারা। সেজন্য শুধু সিসিটিভি বসিয়েই ছাত্রদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সুপারিশ করে দায়িত্ব সারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ! তারা চায়, যাতে ছাত্রছাত্রীদের দাবি নিয়ে আন্দোলনের সুস্থ পরিবেশ না থাকে ক্যাম্পাসে। অবশ্য এ ব্যাপারে ছাত্র পরিষদ, টিএমসিপি থেকে এসএফআই— কেউ কম যায় না। সিপিএম শাসনে ২০০১-এ আর জি কর মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে ছাত্র সৌমিত্র বিশ্বাসের মৃত্যুর পিছনে ছিল এসএফআই মাতব্বররা। ছাত্র পরিষদের জমানায় হোস্টেলে হোস্টেলে এমন তাণ্ডবের কথা অনেকেরই মনে আছে। হোস্টেল এবং কলেজ জুড়ে টিএমসিপি-র তাণ্ডব মানুষের অজানা নয়। সমাজে রুচি-সংস্কৃতির ক্রমাগত নামতে থাকা মানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে মদ-গাঁজা-জুয়ার আসরের সাথে সাথে নানা ধরনের যৌন অত্যাচার স্বাভাবিক ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে। আধুনিকতার মুখোশ পরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসর জমানো কিছু ছাত্র সংগঠনের নেতারা দিনের বেলায় ছাত্রদের মধ্যে 'গণতন্ত্রের' বুলি আওড়ে রাতের অন্ধকারে নিষিদ্ধ জিনিসের চর্চায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে, অন্যদেরও অশ্লীল, নোংরা জীবনে অভ্যস্ত করতে মেতে ওঠে। 'ইন্ট্রো'-র নামে জুনিয়রদের উপর এরা মাত্রাছাড়া অত্যাচার চালায়। রুচি-সংস্কৃতি-মনুষ্যত্ব বিবর্জিত এই 'দাদা'দের পিছনে অনেক প্রভাবশালীর হাত থাকায় প্রতিষ্ঠানের কর্তারাও টুঁ শব্দটি করেন না। বছরের পর বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষ করে হোস্টেলে এরা মৌরসিপাট্টা চালিয়ে যায়।

তথাকথিত 'ইন্ট্রো'-র নামে বা আসন্ন ইঁদুর দৌড়ের চাপ থেকে বাঁচার জন্য নবাগত ছাত্রের মন তৈরি করার নামে নামি-দামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যা চলে, তা নবাগতদের মনকে নষ্ট করে দেয়। শুধু তাই নয়, র‍্যাগিংয়ের পর বহু ছাত্র মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে, অনেকের ভবিষ্যৎ জীবন ছারখার হয়ে যায়। অনেকে এই যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মাঝপথে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়, কেউ বা হতাশ হয়ে আত্মহত্যা করে জীবনে ইতি টানে।

এর কারণ খুঁজতে গেলে যেমন সামগ্রিক ভাবে পুঁজিবাদী অসুস্থ সমাজটার দিকে তাকাতে হবে, বিশেষ ভাবে দেখতে হবে একটি দিক— আজকের দিনে পুঁজিবাদী বাজার সংকটের কারণে মালিকদের পরস্পরের মধ্যে চলে প্রায় গলাকাটা প্রতিযোগিতা। ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট, মেডিকেল ইত্যাদি ক্ষেত্রের নামি-দামি প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা এই সব কর্পোরেট মালিকদের মুনাফা লাভের অন্যতম হাতিয়ার। আজ পচা-গলা পুঁজিবাদী সমাজ নিজের প্রয়োজনেই মানুষকে অমানুষ করে তোলে। অন্যকে যন্ত্রণা দিয়ে নিজের অপ্রাপ্তি ভুলবার ব্যর্থ প্রচেষ্টার দিকে ঠেলে দেয়। এ ভাবে সহজেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে তথাকথিত 'কিলার ইনস্টিংক্ট' গড়ে তোলার মালিকদের লক্ষ্য পূরণ হয়। সহকর্মীকেও প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে প্রয়োজনে তাকে শেষ করে দিয়েও কোম্পানির মুনাফা বাড়ানোর ট্রেনিং তাই শুরু হয় ছাত্রজীবন থেকেই। এক দল বুদ্ধিজীবী এবং সংবাদমাধ্যম ইন্ডাস্ট্রির অনুকূলে শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর পথে সওয়াল করেন। এর অন্যতম পরিণাম হিসেবে ছাত্রদের 'কিলার ইনস্টিংক্ট' গড়ে তোলার নামে এই অত্যাচারকে বহু প্রতিষ্ঠানের কর্তারা প্রচ্ছন্ন মদত দেন। সরকারি-বেসরকারি ক্ষেত্রে, আইআইটি, ম্যানেজমেন্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মেডিকেল-ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি তাই র‍্যাগিংয়ের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প।

ইউজিসি-র নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যান্টি-র‍্যাগিং কমিটি রয়েছে নামেই। র‍্যাগিং-বিরোধী আইন রয়েছে, কিন্তু তার কোনও ভূমিকা নেই। যদি থাকত তা হলে হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখার এত বড় মাসুল দিতে হত না স্বপ্নদীপের মতো মেধাবী ছাত্রকে।

আজ চোখের জল ফেলে যে সমস্ত শিক্ষক স্বপ্নদীপের মৃত্যুর ন্যায়বিচার চাইছেন, তাদেরও আজ বুঝতে হবে, র‍্যাগিংয়ের মতো বীভৎস অন্যায় রুখতে অনেক আগেই তাঁদের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন ছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কঠিন হাতে নিষিদ্ধ করা দরকার ছিল র‍্যাগিংয়ের মতো দলবদ্ধ বিকৃত অপকর্মকে। তা হয়নি বলেই জীবন দিয়ে তার মাসুল দিয়ে গেল স্বপ্নদীপ। মাসুল দিতে হবে প্রতিটি মানুষকে, যদি তা প্রতিরোধ না করা যায়।

কী সেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা? তা হল মানুষ তৈরির শিক্ষা। সুস্থ, উন্নত সংস্কৃতির চর্চা। এই কাজটাই করে চলেছে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও। কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে অপসংস্কৃতি ও অপরাজনীতির পাল্টা স্রোত হিসাবে উন্নত নীতি-নৈতিকতার আধারে আন্দোলন গড়ে তুলেছে এবং ছাত্রছাত্রী-শিক্ষকদের নিয়ে সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা করে চলেছে যাদবপুর সহ নানা প্রতিষ্ঠানে। শিক্ষাক্ষেত্রে সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে আদর্শনিষ্ঠ, সঠিক পথে শক্তিশালী ছাত্র-আন্দোলন গড়ে তোলা এবং সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা ছাড়া বিকল্প পথ নেই।

পলশুন্ডায় বোর্ড গঠনে সিপিএম-কে সমর্থন করল এস ইউ সি আই (সি)
ক্ষিপ্ত তৃণমূল দুষ্কৃতী বাহিনীর বেপরোয়া আক্রমণ

১০ আগস্ট ছিল নদিয়া জেলার পলাশিপাড়া থানায় তেহট্ট-২ ব্লকে পলশুন্ডা ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের দিন। কারওরই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় পঞ্চায়েতের অবস্থা ছিল ত্রিশঙ্কু। সিপিআই(এম) ৮, তৃণমূল ৭, এস ইউ সি আই (সি) ২, নির্দল ১ এবং বিজেপি ১।

এস ইউ সি আই (সি)-র নদিয়া (উত্তর) সাংগঠনিক জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আগেই বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়, দক্ষিণপন্থী তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির বিরুদ্ধে ওই অঞ্চলের বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী বোর্ড গঠনে সিপিআই(এম)-কে সমর্থন জানানো হবে।

পঞ্চায়েতের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় ক্ষিপ্ত তৃণমূল-আশ্রিত দুষ্কৃতী বাহিনী সারা রাত গ্রাম জুড়ে ব্যাপক বোমাবাজি করে ভয়ানক সন্ত্রাস চালায়। পুলিশকে জানানো হলে দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তার করা দূরের কথা, তারা এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের বিরুদ্ধেই মিথ্যা অভিযোগ করে। ১৩ আগস্ট রাতে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা পরিকল্পিতভাবে আবার হামলা চালায়, একটি বাড়িতে আগুন লাগায়। গুলি চালিয়ে আরমান সেখ নামে এক এস ইউ সি আই (সি) কর্মীকে আহত করে। তাঁকে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। পরদিন ভোর থেকে আবার আক্রমণ শুরু হয়। একজন কর্মীকে ব্যাপক মারধর করে আটকে রাখে। দুষ্কৃতীরা গোটা গ্রাম ঘিরে রাখে। পুলিশ কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ ঃ সিএমওএইচ বিক্ষোভ

রানাঘাট মহকুমা সহ নদিয়া জেলা জুড়ে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। অথচ চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ডাক্তার নেই, ডেঙ্গু মশার লার্ভা মারার জন্য নিয়মিত কীটনাশক ছড়ানোর ব্যবস্থা নেই, রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট পেতেও অনেক দেরি হচ্ছে। ফলে বহু রোগীর চিকিৎসায় বিলম্ব ঘটছে।

এই অবস্থায় ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার জন্য অতিরিক্ত চিকিৎসক নিয়োগ, নিয়মিত কীটনাশক ছড়ানো সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে ১১ আগস্ট এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতরে বিক্ষোভ দেখিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

তদন্ত দাবি এআইডিএসও-র

একের পাতার পর

রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়। ১২ আগস্ট তিনি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, ৯ আগস্ট রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর মৃত্যু হোস্টেলে চরম শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের মর্মান্তিক পরিণতি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যা কিনা গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত, সেখানে একজন ছাত্রের উপরে এ ধরনের র‍্যাগিংয়ের ঘটনা আমাদের শিহরিত করেছে। রাজ্যের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ সহ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ও হোস্টেলে এই ধরনের ঘটনা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এর আগেও বহু ক্ষেত্রে মেডিকেল কলেজ সহ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ও হোস্টেল ছাত্রছাত্রীদের নানা মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে।

হোস্টেলের সুপার উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কী করে এ রকম ঘটনা ঘটতে পারল, এর জবাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই দিতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠার পরিবর্তে এমন দানবীয় আচরণ কেন? শুধু কি এই শিক্ষা ব্যবস্থা তার জন্য দায়ী, নাকি সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও সমান ভাবে দায়ী? এই ঘটনায় সাধারণ মানুষ তথা অভিভাবকরা দিশেহারা অবাক ও স্তম্ভিত। মৃত ছাত্র স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমরা সমবেদনা জানাচ্ছি। এই হত্যার পিছনে যে বা যারাই দায়ী থাকুক না কেন তাদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

এই মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিবাদে ও হত্যার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে ১০ আগস্ট যাদবপুর ৮বি চত্বরে এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল হয় এবং ১৪ আগস্ট সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি সংগঠনের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে র‍্যাগিং বন্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

ব্রিগেড সমাবেশের টুকরো ছবি

৫ আগস্টের ব্রিগেড সমাবেশ উপলক্ষে দীর্ঘ প্রচারপর্বে, সমাবেশ চলাকালীন এবং সমাবেশের পরে দলের কর্মী-সমর্থকরা জনসাধারণের সাথে কথাবার্তা বলতে গিয়ে নানা আকর্ষণীয় ও প্রেরণাদায়ক অভিজ্ঞতার ভাগীদার হয়েছেন ও হয়ে চলেছেন। সেগুলি থেকে কয়েকটি প্রকাশ করা হল।

‘দুঃখে ছিলাম, মন ভাল হয়ে গেল’

দলের এক চিকিৎসক কর্মীর পেশেন্ট প্রখ্যাত এক বিজ্ঞানী ব্রিগেড সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। পরদিন কর্মীটিকে ফোন করে তিনি বললেন, “আগে আমি সিপিএম-কে সমর্থন করতাম। প্রশান্ত শূরের আমলে অনেক টাকা-পয়সা দিয়েছি, সাহায্য করেছি। তারপর ওদের কাজেকর্মে উৎসাহ হারাই। নিজে বামপন্থী বলে সিপিএমের দুর্দশা দেখে মনে মনে খুব দুঃখে ছিলাম। আপনাদের ব্রিগেড সমাবেশ দেখে মন ভাল হয়ে গেল। সাহস পেলাম। এখন থেকে আপনাদের সাহায্য করব।”

উনি সমাবেশে আগতদের থাকার ক্যাম্পে ব্যবহারের জন্য নিজের আবিষ্কৃত ২০০ বোতল জল-পরিশোধক ওষুধ ও ২০ হাজার টাকা দলকে সাহায্য করেছেন।

‘নিজেরাই হিসেব করে পুরো দাম দিয়ে যাচ্ছে’

সমাবেশ উপলক্ষে ‘উত্তীর্ণে’ যে ক্যাম্প হয়েছিল, সেখানকার এক স্বেচ্ছাসেবক নিজের অভিজ্ঞতা জানালেন। বললেন, “সমাবেশের পরদিন সকাল ১০টা নাগাদ কাজের ফাঁকে ন্যাশনাল লাইব্রেরির সামনে চা খেতে গিয়েছিলাম। প্রবল বৃষ্টি। ফুটপাতে চায়ের দোকানের টাঙানো প্লাস্টিক ছাউনির নিচে অনেকেই ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে। দু-একজন ছাউনির নিচেও ছাতা খুলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দলের এক কর্মী সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় ছাতা বন্ধকরে একটু জায়গা দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন একজনকে। তাঁকে দেখেই উপস্থিতএক পুলিশ তাঁর সহকর্মীকে বললেন, “এস ইউ সি-র লোকদের শৃঙ্খলা দেখেছিস! একজনকেও কিছু বলতে হয় না! কেউ সিগারেট খেলেও আড়াল খুঁজছে!” বললেন, “গতকালের মিটিংয়ে কোথাও কোনও সমস্যা হয়েছে শুনেছিস? আমরা তো সব বারেই দেখি। কারা কী করে জানতে আমাদের বাকি নেই। মুখ বন্ধকরে দেখতে হয়, বলার উপায় নেই।”

চা দোকানি তাঁর কথায় সমর্থন জানিয়ে বললেন, “আমি তো কতগুলো চা দিচ্ছি হিসেবও রাখতে পারছি না। কম বললে ওরা নিজেরাই শুধরে দিয়ে পুরো দাম দিয়ে যাচ্ছে!”

‘এক টাকাও বেশি নিবি না’

‘উত্তীর্ণে’র এক স্বেচ্ছাসেবক জানালেন, দক্ষিণ ভারতের কমরেডরা সমাবেশের পরদিন ট্যাক্সি ধরার চেষ্টা করছিলেন। তখন ওখানে কর্তব্যরত একজন পুলিশ নিজেই ট্যাক্সি জোগাড় করে তাঁদের তুলে দেন এবং ড্রাইভারকে বলেন, “এরা এস ইউ সি-র লোক। এদের টাকা-পয়সা নেই। অনেক কষ্ট করে অন্য রাজ্য থেকে পার্টি প্রোগ্রামে এসেছে। যেখানে যাবে নিয়ে যাবি, মিটারে যা উঠবে নিবি। এক টাকাও বেশি নিবি না।”

‘ভাল কাজ করছিস তোরা’

দলের এক চিকিৎসক কর্মী তাঁর অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে বললেন, “কলকাতা মেডিকেল কলেজের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কর্মরত একজন বিশিষ্ট শিক্ষকের কাছে যখন আমরা সমাবেশের প্রচারে যাই, তিনি আমাদের দলের কর্মীদের সততা এবং ডেডিকেশনের প্রশংসা করেন। সেদিন তাঁর কাছে বেশি টাকা না থাকায় পরদিন কলেজ ছুটির পর আরেকবার যেতে বলেন। পরদিন কর্মীদের ডেকে নিয়ে তিনি চার হাজার টাকা দেন।” কর্মীটি জানালেন, “সমাবেশের পরে একদিন স্যারের কাছে একটা দরকারে গিয়েছিলাম। স্যার আমাকে দেখেই বললেন, টিভিতে দেখলাম তোদের ব্রিগেডে তো প্রচুর মানুষ এসেছিলেন! কোন কোন রাজ্য থেকে মানুষ এসেছিলেন তা তিনি জানতে চান। সারা দেশে দলের বিস্তৃতির খবর শুনে স্যার বলেন, গুড। খুব ভাল কাজ করছিস তোরা। চালিয়ে যা।”

‘যে দিকে তাকাই লাল পতাকা’

ওই চিকিৎসক কর্মীই মেডিকেল কলেজের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের আর একজন বিশিষ্ট শিক্ষকের কাছে সমাবেশের প্রচারে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, “তোরা তো পুরো কলকাতা লাল পতাকায় সাজিয়ে দিয়েছিস! রাস্তায় যেতে যেতে যেদিকেই তাকাই লাল পতাকা! এ রকম দেখেও খুব ভালো লাগে।”

কর্মীটি জানান, কলেজে কর্মচারীদের কাছে ৫ই আগস্টের সমাবেশের প্রচার করতে গেলে একজন সিপিএম সমর্থক তাঁর সহকর্মীদের বলেন, “এঁরাও বামপন্থী। এঁদের শক্তিবৃদ্ধিহওয়া দরকার। তবেই বামপন্থা শক্তিশালী হবে।” কলেজে আর কোথায় কোথায় কর্মচারীদের মধ্যে প্রচার করা দরকার, সে ব্যাপারে তিনি পরামর্শ দেন।

‘মতবিরোধ থাকলেও তোদের ভাল লাগে’

দলের এক কর্মী হুগলিতে তাঁর পুরনো স্কুলে সমাবেশের প্রচারে গিয়েছিলেন। সেখানে বিজেপি-সমর্থক এক শিক্ষক সমাবেশের কথা শোনামাত্রই বললেন, “আমি অবশ্যই যাব। তোদের পার্টির চিন্তাধারার সাথে আমার মতবিরোধ থাকলেও তোদের কর্মীদের আমার খুবই ভাল লাগে। তোদের মতো একটা দল একা ব্রিগেড ডাকার সাহস দেখাচ্ছে, এটাতেই আমার ভাল লাগছে।”

ওই কর্মীই স্কুলের আরেকজন শিক্ষকের কাছে গেলে তিনি জানান, দলের বিভিন্ন আন্দোলন দেখে ইতিমধ্যেই তিনি এস ইউ সি আই (সি)-কে সমর্থন করতে শুরু করেছেন। দল ব্রিগেডে সমাবেশ করছে শুনে তিনি চমকে ওঠেন। কী ভাবে এই বিশাল আয়োজন সম্ভব হবে, সে ব্যাপারে জানতে চান। সব কিছু শুনে বলেন, তা হলে তো প্রচুর টাকার দরকার! এই বলে নিজের মানিব্যাগ বের করে সামান্য কিছু রেখে বাকি সব টাকা কর্মীটির হাতে তুলে দিলেন।”

‘ব্যথা নিয়ে দলটা করছি’

এক এস ইউ সি আই (সি) কর্মী ব্রিগেড সমাবেশের প্রচারে সিপিএম-সমর্থক এক শিক্ষকের কাছে গেলে তিনি বলেন, “যারা এসইউসি করে তারা পড়াশোনা করে। তোদের মধ্যে এখনও এই চলটা আছে।” তিনি খুব আবেগ নিয়ে বলেন, “আমরা যারা সিপিএম করি, বুকে যে কী ব্যথা নিয়ে দলটা করছি, আমরাই তা জানি।”

এ ব্যথা কমবে না

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার দলের এক কর্মী মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনে গুরুতর অসুস্থ হয়ে কলকাতার এক হাসপাতালে ভর্তি হন। বেডে শুয়ে তাঁকে কাঁদতে দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসক ভাবেন, প্রবল যন্ত্রণায় উনি বোধহয় কাঁদছেন। বলেন, ওষুধ দিচ্ছি, এখনই ব্যথা কমে যাবে। উত্তরে রোগী বলেন, “এ শরীরের ব্যথা নয়। পার্টির ব্রিগেড সমাবেশ দেখা হল না! এ ব্যথা আমার কমবে না।”

দেশের নানা প্রান্ত থেকে ব্রিগেড সমাবেশে উপস্থিত মানুষ

চিকিৎসক অভিভূত হয়ে পড়েন। পরে তাঁর বন্ধু দলের এক কর্মীকে তিনি ঘটনাটি জানান।

‘সিপিএম হয়েও এ কথা বলছি’

দক্ষিণ কলকাতায় গণদাবী পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠকের কাছে গিয়েছিলেন দলের এক কর্মী। ভদ্রলোক সিপিএম-এর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত। কর্মীটির আহ্বানে ৫ আগস্ট তিনি নিজে ব্রিগেডে গিয়েছিলেন শুধু তাই নয়, নিজের বোন ও ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। সমাবেশ থেকে ফিরে পরদিন কর্মীটিকে তিনি জানালেন, “আগেও ব্রিগেডে গেছি, কিন্তু এত সুন্দর সমাবেশ আমি আগে দেখিনি। একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছি।” বলেছেন, “কমরেড প্রভাস ঘোষ খুব সুন্দর আলোচনা করেছেন। সিপিএম সম্পর্কে উনি যা বলেছেন, আমি নিজে সিপিএম হয়েও বলছি, তা একদম সঠিক।” মন্তব্য করেছেন, “এমন সুশৃঙ্খল ভাবে এত বিশাল সমাবেশ করা একমাত্র এস ইউ সি-র পক্ষেই বোধহয় সম্ভব।”

‘আলোচনার ভিডিও দাও’

বেহালায় দলের এক কর্মী একটি কো-অপারেটিভের ক্যাশ কাউন্টারে বসেন। নিজের কিছু অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি। বলেছেন, “ব্রিগেড সমাবেশের পরের দিন কাউন্টারে এসে প্রথম কাস্টমারই বললেন, ‘তোমাদের তো দারুণ ব্রিগেড হয়েছে! প্রভাস বাবুর বক্তব্য চমৎকার ছিল! ব্রিগেডে অনেক লোক হয়েছিল! আমি নিজে সিপিএম কর্মী হয়ে বলছি, এই মুহূর্তে একক ক্ষমতায় কোনও বামপন্থী দলের পক্ষে ব্রিগেড ডাকা অসম্ভব। কিন্তু তোমরা তা করে দেখালে’।” কর্মীটি জানিয়েছেন, শুধু ইনি নয়, তার পরেও অনেকে এসে ব্রিগেড সমাবেশ নিয়ে তাঁদের মুগ্ধতা ও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। অনেকে তাঁর কাছে সেদিনের আলোচনার ভিডিও চেয়েছেন।

‘গণদাবী’ কেনার আগ্রহ লক্ষ করার মতো

ব্রিগেড সমাবেশ নিয়ে প্রকাশিত দলের বাংলা মুখপত্র ‘গণদাবী’ বিক্রি করতে গিয়ে কর্মীরা মানুষের ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ করেছেন। ৯ আগস্ট বিকালে বিধাননগরের করুণাময়ী অঞ্চলে গণদাবী বিক্রির কর্মসূচি চলছিল। অতি দ্রুত প্রায় আড়াইশো কপি বিক্রি হয়ে যায়। শুরুতে যখন ব্যানার, ফ্ল্যাগ লাগানো হচ্ছে, তখনই এক ট্যাক্সি ড্রাইভার গাড়ি দাঁড় করিয়ে এসে গণদাবী নিয়ে গেলেন। পত্রিকা হাতে নিয়ে অনুরোধ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সকলেই গণদাবী নিয়েছেন। নিজেদের বামপন্থী বলে পরিচয় দিয়ে অনেকে পত্রিকা নিয়ে গেছেন সাগ্রহে। উৎসাহিত কর্মীরা গণদাবী আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

‘অন্ধকার কাটবেই’

বিধাননগরের করুণাময়ীতেই ১১ আগস্ট দুই কর্মী গণদাবী বিক্রি করছিলেন। তাঁরা লক্ষ করেন, একটু দূরে দাঁড়িয়ে এক প্রৌঢ় তাঁদের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তাঁকে গণদাবী নেওয়ার অনুরোধ করতেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি পকেট থেকে টাকা বের করে বললেন, “আমরা তো শেষ, আপনারাই আছেন। এই অন্ধকার সময় কাটবেই।”

পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনে বিজেপি-তৃণমূলের প্রস্তাব প্রত্যাখান এস ইউ সি আই (সি)-র

পূর্ব মেদিনীপুরে তমলুক মহকুমার শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকে বল্লুক-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ নির্বাচিত এস ইউ সি আই (সি) পঞ্চায়েত সদস্যরা ৯ আগস্ট শপথ গ্রহণ করার পর প্রধান-উপপ্রধান নির্বাচনে অংশ না নিয়ে বেরিয়ে আসেন।

দলের নোনাকুড়ি লোকাল কমিটির সম্পাদক বাসুদেব সামন্ত বলেন, নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি তাদের সাথে বোর্ড গঠনের প্রস্তাব দেয়। আমরা উভয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে জানিয়ে দিই, এক দিকে বিজেপি-র জাতপাত-ধর্মীয় সংকীর্ণতা-সাম্প্রদায়িকতা সহ দুর্নীতির রাজনীতি, অন্য দিকে ৩৪ বছরের সিপিএম সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বেপরোয়া দুর্নীতি-দলবাজির রাজনীতি জনজীবনকে বিষাক্ত পরিবেশে ঠেলে দিয়েছে। আমরা যে কোনও উপায়ে ক্ষমতা পাওয়ার লোভে নির্বাচনে অংশ নিই না। দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষের আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে এবং জনগণকে সাথে নিয়ে পঞ্চায়েত পরিচালনার মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করি।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

বিজেপির ভাবনায় ‘বিকাশ’ মানে আদানি আম্বানিদের বিকাশ

তিনের পাতার পর

মহান আন্দোলন ছিল যাতে ইংরেজদের দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। স্বাধীনতা এসেছে, কিন্তু শোষণমুক্তি হয়নি। কেন? সেই আন্দোলনে যে সঠিক নেতৃত্ব থাকার দরকার ছিল তা প্রতিষ্ঠা হতে পারেনি। কংগ্রেসের আপসমুখী নেতৃত্ব ভগৎ সিং-কে হেয় করেছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে নেতৃত্ব থেকে বহিষ্কার করেছে। সংগ্রামে সঠিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এজন্যই খুবই জরুরি। আজ এ জন্যই সঠিক বিপ্লবী দলের শক্তি বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। ১৯৭৪-৭৫ সালের কথা মনে করুন, যখন বিহার থেকে ছাত্র-যুবদের ব্যাপক আন্দোলন চলছে, সেই সময় বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাওয়ার অনেক সুযোগ এসেছিল। সুযোগ এসেছিল বিপ্লবের রাস্তাকে সহজসাধ্য করার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার। কিন্তু তথাকথিত বামপন্থী দলগুলির আন্দোলনের পথ থেকে দূরে থাকা এবং আন্দোলনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার কারণে আন্দোলন জয়ী হতে পারেনি। আন্দোলনের ওপর বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনটা এ জন্য এত বেশি। এই জন্য এস ইউ সি আই (সি) -কে দেশের প্রতিটি প্রান্তে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে। সাংগঠনিক, আদর্শগত সব দিক থেকে এই দলকে আরও কার্যকরী, আরও খুরধার করে তুলতে হবে। এজন্য কর্মীদের নিজেদেরও ভুমিকা হতে হবে নিখুঁত, আরও সুনির্দিষ্ট।

কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন এক শক্তিশালী এবং যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে গেলে আদর্শগত, তত্ত্বগত মানকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতেই হবে। সাংগঠনিক শক্তিকেও দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করাতে হবে। আদর্শগত ও সাংগঠনিক দিককে মিলিয়ে এক নতুন নেতৃত্বের জন্ম দিতে হবে। গড়ে তুলতে হবে নতুন রাস্তা, নতুন সভ্যতা, নতুন চিন্তা, নতুন সংস্কৃতি। তিনি বলেছেন যাঁরা এই কাজে এগিয়ে অসবেন, তাঁরা নিজেদের বদলাবেন। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে এই বদলের সংগ্রাম চলবে। আমরাও এই পুঁজিবাদী সমাজ থেকে আসছি। নানা রকমের সংস্কার কুসংস্কারে এই সমাজে মানুষ জড়িয়ে থাকে। তার থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের জীবনে বদল আনতে হবে। তবে দুনিয়াকে বদলানো সম্ভব। কমরেড শিবদাস ঘোষ মহান মার্ক্সের শিক্ষাকে বারবার তুলে ধরেছেন, তাকে জীবনে গ্রহণ করেছেন কার্যকরী করেছেন। আমাদের জীবনেও তা করতে বলেছেন। শিবদাস ঘোষের মহান চিন্তাধারাই আমাদের রাস্তা দেখাতে পারে। এই পথেই আমাদের নিজেদের বদলাতে হবে। বদলাতেই হবে— আর আমাদের মনে রাখতে হবে সেই প্রক্রিয়ার কথা, যার মধ্য দিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্ক্সবাদকে আত্মস্থ করেছেন, এই বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন মাও সে তুঙ-এর মতোই শিবদাস ঘোষও মার্ক্সবাদের একজন অথরিটিতে পরিণত হয়েছেন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার উত্তরসাধক হিসাবে তিনি শুরু করেছিলেন। তিনি নজাগরণের অপূরিত কাজকে পূরণের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়েছেন, তার মধ্য দিয়ে তিনি এ যুগের একজন অগ্রগণ্য মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক হয়ে উঠেছেন। তিনি বলেছিলেন, ভবিষ্যৎ নিহিত জনগণের হাতে। তাঁর চিন্তাকে গভীরভাবে বুঝে নিতে, চর্চা করতে এই জন্মশতবর্ষে আমাদের সকলকে সংকল্প নিতে হবে। এই দায়িত্ব পালনের সংকল্প নিয়েই আমরা সকলে ফিরে যাব।

যথাযোগ্য মর্যাদায় শহিদ ক্ষুদিরাম দিবস পালিত

১১ আগস্ট দিনটি ছিল ভারতবর্ষের আপসহীন ধারার বীর বিপ্লবী যোদ্ধা অগ্নিকিশোর ক্ষুদিরাম বসুর ১১৬তম আত্মোৎসর্গ দিবস। দিনটিকে যথাযথ মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও, যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও, মহিলা সংগঠন এআইএমএসএস, কমসোমল ও পথিকৃৎ-এর পক্ষ থেকে হাইকোর্টের সামনে ক্ষুদিরাম মূর্তিতে মাল্যদান ও আলোচনাসভা হয়।

শহিদ ক্ষুদিরামের মূর্তিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এস ইউ সি আই (সি)-র পলিটবুরো সদস্য সৌমেন বসু ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। কিশোর সংগঠন কমসোমল-এর পক্ষ থেকে মূর্তির প্রতি গার্ড অব অনার জানানো হয়। শ্রদ্ধা জানান আয়োজন সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অধ্যাপক সুদীপ্ত দাশগুপ্ত। কলকাতা জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এলাকার ছাত্র-যুবদের উপস্থিতি ও মাল্যদানের মধ্য দিয়ে মনোজ্ঞ সভাটি সম্পন্ন হয়।

প্রধান বক্তা, বিশিষ্ট চিকিৎসক নূপুর ব্যানার্জী (ছবি ঃ ইনসেট) বলেন, ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-জুলুমে বিপর্যস্ত অসহায় মানুষের মুক্তিসংগ্রামে আত্মদানের মধ্য দিয়ে ক্ষুদিরাম ঘুমন্ত ভারতের ঘুম ভাঙিয়েছিলেন। তাঁর আত্মদান শোষণমুক্তির সংগ্রামে সে দিন এ দেশের যুবকদের অনুপ্রাণিত করেছে। সেই পথ ধরেই আমরা পেয়েছি কানাইলাল দত্ত, সুভাষচন্দ্র বসুকে। তিনি বলেন, আজ ভারতবর্ষে যে স্বাধীনতাকে মহা সমারোহে উদযাপন করা হচ্ছে, সেই ভারত পুঁজিবাদী শোষণের ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশে ক্রমবর্ধমান বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, ক্ষুধা, নারী-নির্যাতনের ঘটনা প্রমাণ করে, ক্ষুদিরামের স্বপ্ন আজও অপূরিত। তাঁর সে স্বপ্ন পূরণে, আজকের মানবমুক্তির সংগ্রামে তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে পথ চলার মধ্যেই রয়েছে যথার্থ ক্ষুদিরাম চর্চার তাৎপর্য। এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বিপ্লবী ও বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় এ দেশের মানবমুক্তির আন্দোলনে তিনি ছাত্র ও যুব সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস ও কমসোমলের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা দেশ জুড়ে অসংখ্য শহিদ বেদি স্থাপন এবং ব্যাজ পরিধানের মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপিত হয়।

কল্যাণীঃ ১১ আগস্ট কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে এআইডিএসও-র উদ্যোগে শহিদ ক্ষুদিরামের ১১৬তম আত্মোৎসর্গ দিবস পালিত হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। শহিদ বেদিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান শুরু হয়। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড পীযূষ গায়েন। বহু পথচলতি মানুষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানান।

কৃষ্ণনগর ঃ ১১ আগস্ট ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর শহিদ দিবস উপলক্ষে নদিয়ার কৃষ্ণনগর রেল স্টেশনে প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, শপথবাক্য পাঠ এবং ব্যাজ পরিধানের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও এবং এআইএমএসএস-এর পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন যুব সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অঞ্জন মুখার্জী এবং ছাত্র ও মহিলা সংগঠনের জেলা নেতৃবৃন্দ। কৃষ্ণনগর রেল স্টেশনে ক্ষুদিরাম বসুর আবক্ষ মূর্তি স্থাপনের দাবি তুলে, আজকের দিনে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনচর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন বক্তারা।

কলকাতা হাইকোর্টে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম স্মরণ

১১ আগস্ট লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে কলকাতা হাইকোর্টে ক্ষুদিরামের শহিদ দিবস উপলক্ষে মাল্যদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষুদিরামের ছবিতে মাল্যদান করে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল ব্যারিস্টার জয়ন্ত মিত্র, কলকাতা হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান সম্পাদক বিশ্বব্রত বসু মল্লিক এবং দুই পূর্বতন সম্পাদক অমল ব্যানার্জী ও সুরঞ্জন দাশগুপ্ত। মাল্যদান করেন অ্যাডভোকেট কার্ত্তিক রায় ও জায়েদ হোসেন প্রমুখ। উপস্থিত ল’ ক্লার্করা ও কোর্টে উপস্থিত অসংখ্য সাধারণ মানুষ বীর বিপ্লবীর প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com